কে রি য়া র ও জী বি কা র ক্রো ড় প ত্র

target@কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ২৭ এপ্রিল ২০১৭

৮ পাতার রঙিন ক্রোড়পত্রটি যুগশঙ্খ-র সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত

দেরি বলে কিছু নেই, শুরু করুন নতুনভাবে

দেরি বলে কিছু নেই, আবার শুরু করতে পারেন যে কোনও সময়েই নতুন করে। তার জন্য চাই আপনার ইচ্ছে। আপনার নিজের মধ্যে ইচ্ছেগুলি যতদিন থাকবে ততদিন আপনি আবার নতুন করে জীবনে ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করবেন। সুখ-দুঃখ নিয়ে জীবন। কখনও পরাজয়, বিচ্ছেদ আমাদের জীবন থেকে প্রাণশক্তিটাকে নিয়ে চলে যায়। কিন্তু তারপরেও ঘুরে দাঁড়ায় মানুষ। আবার চেষ্টা করে সফল হওয়ার। আসলে ইচ্ছের মধ্যেই আছে মানুষের বেঁচে থাকার রসদ। মানুষের প্রতি মুহূর্তের লড়াই, তাও সেই জীবনের জন্য। ইচ্ছে শেষ, লড়াই শেষ।

‘বর্তমানকে নিয়ে বেঁচে থাকাই সবচেয়ে উত্তম, প্রতিটি নতুন ঢেউ-এর সঙ্গে নতুন করে প্রকাশ করুন নিজেকে, প্রতিটি মুহূর্তে খুঁজে নিন আনন্দ। বোকারাই নিজের রাজ্যে সকল সুবিধা থাকার পরেও অন্যের রাজ্যের দিকে তাকিয়ে থাকে। বাস্তবে আর কোনও রাজ্য নেই, নেই আর কোনও জীবনও। জীবন একটাই।’ —হেনরি ডেভিড থরিউ।

বিশিষ্ট মনস্তত্ত্ববিদ ড. ইন্দ্রাণী দত্তের কথায়, ‘ব্যর্থতা জীবনে আসবেই। মানুষ সব সময় সফল হবে এমন কোনও কথা নেই। কিন্তু সেই ব্যর্থতাকে গ্রহণ করে আবার নতুনভাবে শুরু করতে হবে। কোথায় ভুল হয়েছে সেটা বুঝতে হবে। কারণ তা না হলে সেই একই ভুল আবার করবে।’

আমাদের জীবনটা ছোট। স্বল্প সময়ে আমরা পেতে চাই অনেক কিছু। অনেক সময়ই আমাদের সিদ্ধান্ত ভুল হয়। অনেক সময় আমাদের উপলব্ধি হয়, ফেলে আসা সময়টার অনেক কিছুই ছিল মিথ্যা, সময় নষ্ট। কিন্তু তাই বলে কি জীবন শেষ? না। জীবনে দেরি বলে কিছু নেই, নেই কোনও শেষ কথা। যে কোনও সময় আবার একটি ফ্রেশ শুরুর সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন আপনি, কোনও বাধা নেই। মেনে চলুন এই কৌশলগুলো:

বর্তমানই প্রধান বিষয়:

ঠিক এই সময়টার কথা ভাবুন। এই মুহূর্তের কথা ভাবুন। ভবিষ্যতের কথা তো আমরা জানি না। আর অতীত বদলানোর কোনও ক্ষমতা আমাদের নেই। তাই কেন আমরা বর্তমানকে নিয়েই বাঁচি না? আমাদের হাতে আছে একমাত্র এই সময়টাই। চাইলেই আমরা একে করে তুলতে পারি আনন্দময় অথবা হতাশাপূর্ণ। এই সময়কেই কাজে লাগিয়ে আমরা তৈরি করতে পারি সফলতার সেতু। তাই অতীতের ঘটনাকে অভিজ্ঞতা হিসাবে নিন। বর্তমানে সেটাকে কাজে লাগান। শুধু বর্তমান নিয়েই পরিকল্পনা করুন।

এরপর তিনের পাতায়

‘চাকরির বাজারে আপনিও মূল্যবান’

চাকরির বাজারে আপনিও মূল্যবান। সেটি আপনাকে বুঝতে হবে ও বুঝিয়ে দিতে হবে। বর্তমান সময়ে চাকরির বাজারে হু হু করে বাড়ছে প্রতিযোগিতা, আপনাকে তার মধ্যে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে হবে। তার জন্য সমাজের সমস্ত দিকই পর্যবেক্ষণ করাও খুব জরুরি একটি বিষয়। কারণ সমাজের কোথায় কী ঘটে চলেছে তা জানাও আপনার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। জানার মধ্য দিয়ে আপনি নিজেকে আপডেটেট করতে পারবেন। যা আপনার ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।

প্রতিনিয়ত শিক্ষার প্রসার ঘটছে। তার তালে তালে এগোচ্ছে মানুষ। গ্রাম থেকেও ছেলেরা এখানে আসছে কাজের সন্ধানে। তবে গ্রাম ও শহরের জীবনযাত্রার মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে। তাই প্রথম প্রথম শহরের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হতে সময় লাগে। তবে আস্তে আস্তে শহরের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে থাকলে তা জানতে বা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। সেই অনুযায়ী নিজেকে পরবর্তী পদক্ষেপে অগ্রসর করে নিয়ে যেতে পারবেন আপনি। বড় শহরে প্রচুর মানুষজন। তাই এখানে প্রতিযোগিতাও বেশি। তাই ঘাবড়ে যাবেন না। এখানে থেকে আদব-কায়দা রপ্ত করে আপনিও নিজেকে আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তুলুন। প্রথমে আপনার কথোপকথনে একটু হলেও সমস্যা হতে পারে, কারণ গ্রাম ও শহরের কথোপকথন একটু হলেও আলাদা। কিন্তু আপনি বেশ কিছুদিন এখানে থাকতে থাকতে তা অবশ্যই রপ্ত করে নেবেন। প্রথমে আপনাকে আপনার কথাবার্তার জন্য মানুষের কাছে একটু ব্যাঙ্গাত্মক কথা শুনতে হলেও হতে পারে, কিন্তু পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। আর সেই নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করে নিজেকে হীনমন্যতার মধ্যে নিয়ে যাবেন না। ক্রমশ যে কাজের জন্য আপনি এখানে এসেছেন সেটির দিকে খেয়াল রাখুন।

সেইসঙ্গে আপনি ভালো ভাবে ইংরেজি ভাষাটিকেও রপ্ত করার দিকে মন দিন। আমাদের দেশে ছোট থেকে ইংরেজিতে কথা বলার চেয়ে ইংরেজি ব্যাকরণের ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়। কিন্তু পরে আপনার ইংরেজি বলার সময় সেই ব্যাকরণের দিকে বেশি নজর দেওয়ার কারণে ইংরেজি বলার সময় আমরা অধিক মাত্রায় ভয় পেয়ে যাই। কিন্তু এমনটা নয় যে, আমরা ব্যাকরণের ওপর জোর দেব না, কিন্তু সেই সঙ্গে কথোপকথন বাড়াব। কারণ একটি ইন্টারভিউ বোর্ডে প্রশ্নের সামনে আপনাকে সেই দিকে খেয়াল রাখতে হবে। ইংরেজিতে প্রশ্ন হলে তার উত্তর খুব সাধারণভাবে বুঝিয়ে বলতে পারেন।

এরপর চারের পাতায়

শেষের চার পাতায় শুধুই জীবিকার খোঁজখবর

- বর্ধমান ডেভেলপমেন্ট অথরিটিতে ৯ জন ক্লার্ক ও ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ
- ভারতীয় টাঁকশালের হায়দরাবাদ শাখায় ১৯৪ কর্মী নিয়োগ
- ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ৫৪ ডেন্টাল সার্জন নিয়োগ
- দিল্লি ক্যান্টনমেন্টে ২১৭ কর্মী নিয়োগ
- সেইল পাওয়ার কোম্পানিতে ৪১ ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ
- কেন্দ্রীয় পুলিশবাহিনীতে কয়েকশো কমান্ড্যান্ট নিয়োগ
- ন্যাশনাল সিডস কর্পোরেশনে ১৭৮ কর্মী নিয়োগ
- স্টেট পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টে ৪৮ অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ
- কলকাতা পুরনিগমে ১৫ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ
- পাটনা এইমসে ২৫২ জন প্রোফেসর নিয়োগ
- ভারতীয় টাঁকশালে ৫১ জন জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগ
- সমবায় সমিতিতে ৩৩ জন নিয়োগ
- হরিয়ানা স্টেট ট্রান্সপোর্টে ৩৭৭ হেল্পার ও স্টোরম্যান নিয়োগ
- এইইসি-তে ১০০ ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস নিয়োগ
- রামকৃষ্ণ মিশনে আইটিআই কোর্স
- সিপেট-এ প্লাস্টিক টেকনোলজির ডিপ্লোমা কোর্স

target@কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI

বৃহস্পতিবার, ২৭ এপ্রিল ২০১৭

কেরিয়ার গ্রুমিং

কৌতূহলী মনকে পাথেয় করে এগিয়ে যান লক্ষ্যের পথে

জীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা খুব সত্যিই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে পড়ে এবং সেটি প্রয়োজনও। আমরা সকলেই ভালো, সুরক্ষিত কাজের জায়গায় নিজেকে দেখতে চাই। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ আগে থেকেই নেওয়া উচিত। অর্থাৎ পড়াশোনার দিকে মন দেওয়া উচিত। যে-কাজটি আমি করতে চাই, সেটি মনোযোগ সহকারে করলে ভালো ফল পেতে আপনি বাধ্য। একটা সময়ের পর থেকে অর্থাৎ যখন আপনি নিজের ভালো নিজে বুঝতে পারবেন, তখন থেকে অভিভাবক ও শিক্ষকেরা যেটা বলেন, তাঁদের কথা শুনে পড়াশোনার দিকে মন দেওয়া উচিত। তাহলে সেই পড়াশোনা থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান আপনি আপনার কার্যক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারবেন।

চাকরি পাওয়ার পরেও নিজের ভিতরে থাকা জ্ঞান আপনাকে আরও এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। শুধু পুঁথিগত বিদ্যা নয়, আপনার বাহ্যিক জ্ঞান আপনাকে ইন্টারভিউ টেবিলেও কর্তৃপক্ষের সুনজরে এনে দেবে। বোঝা যাবে যে, আপনি নিজেকে একটি জায়গায় দেখার জন্য বা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য নিজে নিজের মতো করে পড়াশোনাটি চালিয়ে যেতে চান। আপনার কথাবার্তায় সেই দৃঢ়তা উঠে আসবে, যা আপনার ব্যক্তিত্বকে তুলে ধরবে।

তাই নিজেকে এক জায়গায় সীমাবদ্ধ না রেখে সব সময় বর্তমান সময়ে যেদিকে নিয়ে যেতে চাইছে সেইদিকে এগিয়ে যাওয়ার মনোভাব বজায় রাখা উচিত। এখন ইন্টারনেটের যুগে হাত বাড়ালেই আমরা অনেক কিছু জানতে পারি। জ্ঞানের পরিধি এখন আমাদের হাতের মুঠোয়। তবে তা জানার জন্য আমাদের ইচ্ছেটাকে দরকার। সেটা না হলে সত্যিই অনেক পিছিয়ে পড়তে হবে। আর এই অনিচ্ছার কারণটি সব থেকে বেশি ক্ষতি করবে আমাদের নিজেদের। তাই চাকরির উন্নতির জন্য পড়াশোনা করাটা খুবই জরুরি। আসলে পড়াশোনাটা ভালোবেসে করা উচিত। যে কাজ ভালোবেসে মানুষ করে তা দীর্ঘায়ু হয় ও কাজটিও ভালো হয়। ইন্টারভিউ বোর্ড দেখবে আপনার পাঠ্যবিষয়ের প্রতি জ্ঞান, সচেতনতা এবং আপনার অ্যাটিটিউড, শেখার ইচ্ছে। কোম্পানিতে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে হলে আপনি কত তাড়াতাড়ি তা নিতে পারেন। সব মিলিয়ে নিজেকে ভালোভাবে উপস্থাপন করাটা খুবই জরুরি। সেক্ষেত্রে প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তাড়াহুড়ো করার কোনও দরকার নেই। আবার বেশি সময়ও পাওয়া যাবে না, তাই দরকার পরিমিত বোধের। একটা কাজ হয়তো যেমন-তেমন ভাবে আপনি করতে পারেন। কিন্তু তাতে ক্ষতি আপনারই। কোনও কোম্পানির এমপ্লয়ি হলে সেখানে সেই কোম্পানির উৎকর্ষ বাড়ানোর দিকে আপনাকে দৃষ্টি দিতে হবে। নিজের কাজের জন্য একসময় আপনি নিজেই প্রশংসিত হবেন। যা কোম্পানিতে আপনাকে একজন বিশ্বস্ত এমপ্লয়ি হিসাবে পরিচিতি দেবে। কারণ আপনার মধ্যে যে সৃজনশীলতা আছে তাকে কাজের সঙ্গে যুক্ত করা গেলে কাজটি প্রাণবন্ত হতে পারে। তার জন্য দরকার একটি কৌতূহলী মনের। সেটিকে হারিয়ে যেতে দেওয়া কখনওই ঠিক নয়। কারণ এই কৌতূহলী মনটাই আপনার মধ্যে জানার আগ্রহ তৈরি করবে।

মনকে সঠিক দিশা দেখিয়ে, নির্দিষ্ট লক্ষ্যের পথে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে অগ্রসর হতে পারলে আপনি অবশ্যই আপনার কাঙ্ক্ষিত কেরিয়ারটি গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন।

কেরিয়ার ইনফো

ইউএসসি

'ইউ এস সি'র মাধ্যমে কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রকে লেবার এনফোর্সমেন্ট অফিসার পদের ক্ষেত্রে নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা কর্মাস শাখায় স্নাতক অথবা যে কোনও শাখায় স্নাতক, সেক্ষেত্রে স্নাতকে অন্যতম বিষয় হিসাবে ইকনমিক্স বা সোশ্যাল ওয়ার্ক বা সোশিওলজি পড়ে থাকতে হবে। সঙ্গে আইন বা লেবার রিলেশন বা লেবার ওয়েলফেয়ার বা লেবার ল বা সোশিওলজি বা কর্মাস বা সোশ্যাল ওয়ার্ক বা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার বা বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট বা সমতুল বিষয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা। কোনও সংস্থায় সংশ্লিষ্ট কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাওয়া যাবে। ওয়েবসাইট: www.upsc.gov.in

উচ্চশিক্ষা

অল ইন্ডিয়া ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন(এ আই এম এ) পরিচালিত ম্যানেজমেন্ট অ্যাপটিটিউড টেস্ট বা ম্যাট পরীক্ষা নেওয়া হবে মে মাসে। পেপার বেসড টেস্ট বা খাতায়-কলমে পরীক্ষা ৭ মে। কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা শুরু হবে ১৩ মে। পেপার বেসড পরীক্ষায় থাকবে পাঁচটি বিভাগ। মোট সময়সীমা ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট। প্রতি বিভাগ ৪০ নম্বরের। বিভাগগুলি হল ল্যাঙ্গুয়েজ কম্প্রিহেনশন (সময় ৩০ মিনিট), ম্যাথামেটিক্যাল স্কিল (৪০ মিনিট), ডেটা অ্যানালিসিস (সময় ৩৫ মিনিট), রিজনিং(সময় ৩০ মিনিট) এবং ইন্ডিয়ান অ্যান্ড গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট (সময় ১৫ মিনিট)। খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট: www.aima.in

কোর্স, ট্রেনিং

কানপুরের ন্যাশনাল সুগার ইনস্টিটিউটে ইন্ড্রাস্টিয়াল ইনস্ট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড প্রোসেস অটোমেশন কোর্সটির ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশন, ইলেকট্রনিক্স ইনস্ট্রুমেন্টেশন, অ্যাপ্লায়েড ইলেকট্রনিক্স ইনস্ট্রুমেন্টেশন, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্সের মধ্যে যে কোনও একটিতে স্নাতক অথবা এ এম আই ই (অ্যাসোসিয়েট মেম্বার অব ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স)। কোর্সের মেয়াদ এক বছর। ৫ মে-এর মধ্যে অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। www.nsi.gov.in. এরপর ফি-বাবদ ডিমান্ড ড্রাফট, প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ পূরণ করা দরখাস্তের সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্টআউট ১৫ মে-র মধ্যে রেজিস্টার্ড ডাকে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায়: The Director, National Sugar Institute, Kalyanpur, Kanpur-208017

অন্যান্য চাকরি

ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানিতে ইলেকট্রিক্যাল শাখায় সাব ইঞ্জিনিয়ার পদে শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইলেকট্রিক্যাল শাখায় ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা। বাংলা ও নেপালি ভাষায় দক্ষতা থাকলে অগ্রাধিকার। প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা কম্পিউটার প্রোফিশিয়েন্সি টেস্ট ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষায় অবজেকটিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে জেনারেল অ্যাওয়্যারনেস (১০ নম্বর), নিউমেরিক্যাল অ্যানালিসিস (১৫ নম্বর), ইংলিশ (১০ নম্বর) এবং সংশ্লিষ্ট বিষয় (৫০ নম্বর)। মোট সময় ২ ঘণ্টা। কম্পিউটার প্রোফিসিনেন্সি টেস্ট ২০ নম্বরের। সময় ৩০ মিনিট। খুঁটিনাটি জানতে দেখুন এই ওয়েবসাইট: www.wbsedcl.in

নার্সিং

বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেসে নার্সিংয়ে ৪ বছরের বি এসসি ডিগ্রি কোর্সে ভর্তির জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষাটি হবে ১১ জুন। মোট ৪০০ নম্বরের পরীক্ষা। পরীক্ষায় ইংরেজি এবং হিন্দি মাধ্যমে প্রশ্ন হবে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বোটানি, জুলজি বিষয়ে। প্রতিটি বিষয়ে থাকবে ২৫ টি প্রশ্ন। কোনও নেগেটিভ মার্কিং নেই। ওয়েবসাইট: www.bhu.ac.in./ims

বিবিধ

ব্যাচেলর প্রিপারেটরি প্রোগ্রাম কোর্সটি কি উচ্চমাধ্যমিকের সমতুল্য? এই নিয়ে অনেকের মধ্যেই প্রশ্ন থাকে। তার উত্তরে বলা যায়, না, বি পি পি (ব্যাচেলর প্রিপারেটরি প্রোগ্রাম) কোর্সটি কোনওভাবেই উচ্চমাধ্যমিক সমতুল নয়। রাজ্য বা রাজ্যের বাইরের কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৬ মাসের এই কোর্সটি করলেও তা কখনওই উচ্চমাধ্যমিকের সমমর্যাদা পাবে না। ফলে এই কোর্সের ভিত্তিতে উচ্চমাধ্যমিক যোগ্যতায় আপনি সরকারি চাকরির পরীক্ষায় বসতে পারবেন না।

আমরা পাঠককে গুরুত্ব দিতে চাই

তাই, আপনারাই আমাদের মেল করে জানান, সফল কেরিয়ার গড়ে তোলার জন্য 'target@কেরিয়ার'-এ আপনারা কী কী জানতে চান

jugasankha.suppli@gmail.com

কেরিয়ার জিজ্ঞাসা

বিভিন্ন ভেষজ উদ্ভিদ চাষের পদ্ধতি আমি শিখতে চাই?

মিলি চট্টোপাধ্যায়, বেহালা

উত্তর: এগ্রি-হর্টিকালচার সোসাইটি অব ইন্ডিয়ায় যোগাযোগ করতে পারেন। এখানে ভেষজ উদ্ভিদ চাষের ২ মাসের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ঠিকানা ১, আলিপুর রোড, কলকাতা-২৭। ফোন: ২৪৭৯-৩৫৮০

আমি বায়োগ্যাসের ব্যবসার আগ্রহী। এ ব্যাপারে কোথা থেকে তথ্য পাওয়া যাবে?

ইন্দ্রজিৎ রায়, ডায়মন্ডহারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

উত্তর: আপনি ওয়েস্ট বেঙ্গল পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনে যোগাযোগ করতে পারেন। বায়োগ্যাস সংক্রান্ত ব্যবসার বিষয়ে তথ্য পাবেন। ঠিকানা: ১, কিরণশঙ্কর রায় রোড, নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং, কলকাতা-১। ফোন: ৯৩৩৮২৩০৩২৬। ছোট আকারে বায়োগ্যাসের প্ল্যান্ট তৈরির কিছু সংস্থার হদিশ পাবেন এই ওয়েবসাইটে: www.indiamart.com

বিস্কুট তৈরির ব্যবসা করতে চাই। সাধারণ যে সমস্ত বিস্কুট গ্রামাঞ্চলে চায়ের দোকানে বিক্রি হয়, সেইরকম বিস্কুট। এ ব্যাপারে তথ্য-পরামর্শের খুব প্রয়োজন। কোথায় যোগাযোগ করতে পারি?

সৌরভ দাস, কাকদ্বীপ

উত্তর: আপনি আঞ্চলিক বেকারিতে তৈরি বিস্কুটের কথা বলতে চাইছেন বলে মনে হচ্ছে। আপনি তারাতলার ইনস্টিটিউট অব হোটেল ম্যানেজমেন্ট, ক্যাটারিং টেকনোলজি ও অ্যাপ্লায়েড নিউট্রিশনে যোগাযোগ করতে পারেন তথ্যের জন্য। ঠিকানা: পি-১৬, তারাতলা রোড, কলকাতা-৮৮। ফোন: ২৪০১-৪১২৪।

তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন এই ঠিকানাতেও: অ্যাসোসিয়েশন অব ফুড সায়েন্টিস্টস অ্যান্ড টেকনোলজি অ্যান্ড বায়োকেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর, কলকাতা-৩২।

পপুলেশন সায়েন্সের কেরিয়ার

জনসংখ্যার সঙ্গে জীবনযাপনের মান বিপরীতভাবে সম্পর্কিত। অর্থাৎ কোনও নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় জনসংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকলে সামগ্রিকভাবে জীবনযাপনের মান পড়ে যায়। এর কারণ, মাথাপিছু আয় কমে। আর তার নেতিবাচক ছাপ পড়ে শিক্ষায়, চাকরিতে, স্বাস্থ্যে, সামাজিক আচরণে, রাজনৈতিক চিন্তায়— সর্বত্র। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সিঙ্গাপুরের মতো বেশ কিছু দেশে একইসঙ্গে জনসংখ্যা এবং আর্থিক বিকাশ বিজ্ঞানী ম্যালথাসের সময়কার এই ধারণাকে খানিকটা ধাক্কা দিয়েছিল। যার ফলে নতুন করে এ-সম্পর্কিত নানা তত্ত্ব উঠে আসতে থাকে। বিতর্কও চলতে থাকে সমানতালে, যা আজও শেষ হয়নি।

এই বিতর্কের মধ্যেই পপুলেশন সায়েন্স নিয়ে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের কাজের পরিধি খুবই বড়, বিশেষ করে ভারতের মতো জনবহুল দেশে। এ-দেশের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ১৩৫ কোটি। সাম্প্রতিক সমীক্ষা বলছে, এই হারেই জনসংখ্যাবৃদ্ধি ঘটতে থাকলে ২০৫০-এর মধ্যে চিনকে ছাপিয়ে পৃথিবীর সর্বাধিক জনবহুল দেশের তকমা পাবে ভারত। এমন একটি বহু জাতির, ভাষার, সংস্কারের দেশে নাগরিকের জীবনযাপনের মান শুধু আর্থিক প্রগতি এবং আয়ের সুষম বণ্টনের ওপরই নির্ভর করে না, বরং আরও কিছু পদক্ষেপ জরুরি হয়ে পড়ে। এর প্রথমটি হল জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ। তাছাড়াও, কোনও নির্দিষ্ট অঞ্চলের পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন অবস্থা যেমন- সুস্থ পরিবেশ, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষাও অত্যাবশ্যক। সেই হিসাবে পপুলেশন সায়েন্স একটি মাল্টিডিসিপ্লিনারি সাবজেক্ট।

২০৪৫ সালের মধ্যে ভারতে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার কমিয়ে দেশে আর্থিক উন্নতির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করতে সরকারি তরফে নানান পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরেই। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য— নাবালিকার বিয়ে বন্ধ করা, তিন বছরের ব্যবধানে দ্বিতীয় সন্তান, সন্তানসংখ্যা দুইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা, কন্যাসন্তানকে পড়াশোনা শেখানোর মতো একাধিক প্রকল্প। সেই অনুযায়ী সচেতনতা প্রসারের কাজও চলছে পুরোদমে। আর, এই বিশাল ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মকাণ্ডে প্রত্যেক মুহূর্তে প্রয়োজন হচ্ছে পপুলেশন সায়েন্স প্রশিক্ষিত কর্মীরা।

কী পড়বেন, কোথায় পড়বেন

পপুলেশন সায়েন্সের স্নাতকোত্তর (এমএ অথবা এমএসসি) কোর্স পড়া যায় ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর পপুলেশন সায়েন্স-এ। এটি ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের অধীনস্থ একটি ডিমড বিশ্ববিদ্যালয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অঙ্ক, রাশিবিজ্ঞান, অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সোশ্যাল ওয়ার্ক, ভূগোল, অ্যানথ্রপোলজি, রুরাল ডেভেলপমেন্ট, পলিটিক্যাল সায়েন্সের মধ্যে যে-কোনও একটি বিষয় নিয়ে স্নাতক।

অন্তত ৫৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। স্নাতক স্তরে সোশ্যাল সায়েন্স না পড়ে থাকলেও, জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে আবেদন করা যাবে।

কোর্সের মেয়াদ ২ বছর। ২৫ বছরের মধ্যে বয়স থাকলে আবেদন করা যায়। আসনসংখ্যা ৫০টি। কোর্স ফি: দুই বছরে ৩৩,৫০০ টাকা। এছাড়া কশান মানি বাবদ এককালীন ৪০০০ টাকা। প্রথম বছর দিতে হবে ১৮,৭০০ টাকা।

এই একই প্রতিষ্ঠানে পপুলেশন সায়েন্সের স্নাতকোত্তর (এপিএস) কোর্স পড়া যায়।

কোর্সের মেয়াদ ১ বছর। কোর্সটি পূর্ণ সময়ের। ২৮ বছরের মধ্যে বয়স থাকলে আবেদন করা যায়। আসনসংখ্যা ৫০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অঙ্ক, রাশিবিজ্ঞান, অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সোশ্যাল ওয়ার্ক, ভূগোল, অ্যানথ্রপোলজির মধ্যে যে-কোনও একটি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। সবক্ষেত্রেই অন্তত ৫৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে থাকতে হবে।

কোর্স ফি : ১৭,৭০০ টাকা। এছাড়া কশান বাবদ এককালীন ৪০০০ টাকা জমা রাখতে হয়।

উপরোক্ত দুটি কোর্সের ক্ষেত্রেই প্রতিটি ছাত্রছাত্রী প্রতি মাসে ৫০০০ টাকা ফেলোশিপ দেওয়া হয় কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে।

পপুলেশন স্টাডিজে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স পড়া যায় বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে। কোর্সের মেয়াদ ১ বছর। আসনসংখ্যা ২০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক স্তরে ডেমোগ্রাফি, পপুলেশন স্টাডিজ, অর্থনীতি, অঙ্ক, রাশিবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সোশ্যাল ওয়ার্ক, ভূগোল, অ্যানথ্রপোলজি, হেলথ স্ট্যাটিসটিক্স, অ্যালায়েড সায়েন্সের মধ্যে যে কোনওটিতে ৫৫ শতাংশ নম্বরসহ পাশ করে থাকলে আবেদন করা যাবে।

কীভাবে ভর্তি: ভর্তির জন্য দুটি প্রতিষ্ঠানের সব ক'টি কোর্সের ক্ষেত্রেই প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়া হয় লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে। ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর পপুলেশন সায়েন্স-এর ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষার মোট নম্বর একশো। সময়সীমা একঘণ্টা। লিখিত পরীক্ষায় মাল্টিপল চয়েসধর্মী প্রশ্ন আসে। কোনও নেগেটিভ মার্কিং থাকে না।

ভর্তির জন্য আবেদন: ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর পপুলেশন সায়েন্স-এর ক্ষেত্রে ভর্তির জন্য আবেদনপত্র পাওয়া যাবে মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে। আবেদনপত্র ডাউনলোডও করে নেওয়া যাবে প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট (www.iipsindia.org) থেকে।

প্রার্থীর চালু ই-মেইল আইডি থাকতে হবে।

অনলাইন আবেদনের সময় জেপেগ ফরম্যাটে প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের ফোটো এবং সই (উভয়ই ১০০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে। ফি-বাবদ দিতে হবে ৫০০ টাকা (তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ২৫০ টাকা)। অনলাইনে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড বা নেটব্যাংকিং অথবা অফলাইনে এইচডিএফসি ব্যাংক চালানের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া যাবে।

কাজের সুযোগ: স্বাস্থ্যমন্ত্রক, ন্যাশনাল রুরাল হেলথ মিশন, রেজিস্ট্রার জেনারেল অ্যান্ড সেন্সাস কমিশনার অব ইন্ডিয়ার মতো সরকারি সংস্থায় পপুলেশন সায়েন্সের ছাত্রছাত্রীরা চাকরি করছেন। দেশজুড়ে যেসব সরকারি সরকারি প্রকল্প চলছে, সেখানেও চাকরির সুযোগ থাকে। এছাড়া পেশাদারদের একটা বড় অংশ কাজ করেন দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক এনজিওগুলিতে। বিষয়টা এমনই যে, এক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত গবেষণা চলছে, নিত্যনতুন প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে, ফলে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার কাজ করতে চাইলেও অনেক দূর যাওয়া যায়।

target@ কেরিয়ার ৩

যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ২৭ এপ্রিল ২০১৭

যুগশঙ্খ SUPPLI team
টার্গেট @ কেরিয়ার
শর্মিলা চন্দ্র (কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর), তন্ময় মণ্ডল (সাব-এডিটর), বিপাশা চক্রবর্তী, সালমা আহমেদ

দেরি বলে কিছু নেই, শুরু করুন নতুনভাবে

প্রথম পাতার পর

একটি সময়ে একটিই পরিবর্তন সম্ভব

সবকিছুকে একই সময়ে বদলে ফেলার চেষ্টা আমাদের হতাশ করে। অনেক কিছু নিয়েই আমাদের মাঝে হতাশা তৈরি করতে পারে, আফশোস হতে পারে। মনে হতে পারে, যদি এভাবে না করে অন্যভাবে করতাম। কিন্তু যা ঘটে গেছে তা বদলানো যায় না। তবে এমন পদক্ষেপ নেওয়া যায় যাতে ক্ষতি কম হয়। সেটাও করতে হয় ধাপে ধাপে।

ছোট ছোট পদক্ষেপ নিন

একবারে বড় পদক্ষেপ না নিয়ে ছোট ছোট পদক্ষেপ নিন। আপনি যে পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এটাই অনেক বড় বিষয়। নিজেকে সময় দিন, সময় দিন আপনার লক্ষ্যকেও। দেখবেন, ধীরে ধীরে ঠিক পারছেন।

ভবিষ্যৎ অনির্দিষ্ট

কাল কী হবে তা আগে থেকে কে বলতে পারে? তবু কালকের জন্যই আমাদের সব আয়োজন। যতই আপনি কালকের কথা ভাববেন ততই আপনাকে ঘিরে ধরবে হতাশা। কারণ আমাদের মস্তিষ্ক অনির্দিষ্ট বিষয় গ্রহণ করতে চায় না, অনিরাপদ বোধ করে। তাই সেই ভাবনা ভুলে যান। ইতিবাচক কাজ করুন, ফলাফল এমনিই ইতিবাচক হবে।

ইচ্ছাই শক্তি

যতক্ষণ আপনার মাঝে ইচ্ছা আছে ততক্ষণ কোনও দেরি হয়নি আপনার জীবনে। আপনি আবার জেগে উঠতে পারবেন, নিজেকে প্রকাশ করতে পারবেন। কিন্তু সব কিছুর মাঝে ইচ্ছার শক্তিটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের ইচ্ছা আমাদের নিয়ে যেতে পারে অনেক দূর। বয়স কত হল, কতবার ভুল করেছি জীবনে এগুলো কোনও বিষয়ই নয়।

এই প্রসঙ্গে ড. ইন্দ্রাণী দত্ত বলেন, 'নতুন ভাবে শুরু করতে হলে তার বিভিন্ন দিক আছে, সেগুলো নিয়ে মানুষকে ভাবতে হবে। যে কোনও সময়ে ব্যর্থতা জীবনে আসতে পারে, তাকে গ্রহণ করে নেওয়ার ক্ষমতা থাকা উচিত। সেইসঙ্গে পুরনো অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়াও খুব গুরুত্বপূর্ণ। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ থেকেই শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত। কোনও মানুষই পুরোপুরি নির্ভুল হয় না। ভালো খারাপ জীবনের দুটি দিক। প্রতিদিনের মেন্যুতে ডাল-ভাতের জায়গায় একদিন বিরিয়ানি হলে তা যেমন আমাদের আনন্দ দেয়, তেমনি খারাপের পর ভালো হলেও আমাদের ততটাই আনন্দ হয়।

সেইসঙ্গে ইন্দ্রাণীদেবী আরও বলেন, 'শৈশব থেকে শিশুদের মধ্যে যখন বিকাশ হচ্ছে তখন থেকেই একজন অভিভাবককে এই সমস্ত বিষয়ে সচেতন হতে হবে। তাকে ছোট থেকেই বোঝাতে হবে যে কোনও জিনিসেরই একটা ভালো আর একটা খারাপ দিক আছে। খারাপ আছে বলেই আমরা ভালোটা বুঝতে পারি।' এপ্রসঙ্গে মনস্তত্ত্ববিদ ড. ইন্দ্রাণী দত্ত দুটি উদাহরণ তুলে দিয়ে বলেন, 'কোনও শিশু পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে অনেক সময়ে একজন বাবা-মা তার স্কুল পরিবর্তন করে দেন। তাঁদের বক্তব্য থাকে, এমনটা না করলে তার শিশু মানসিকভাবে আঘাত পেতে পারে। কিন্তু মনস্তত্ত্ববিদ ড. দত্ত'র মতে সেই সময় একজন অভিভাবককের উচিত শিশুটির ভুল তাকে বুঝিয়ে তার পাশে থাকা। তাকে নিজে চলতে শেখানো। পাশাপাশি তাঁর বক্তব্য একজন শিশু হাঁটতে হাঁটতে কোনওভাবে পড়ে গেলে, অভিভাবকেরা তখন সেই 'মাটিকে বা দেওয়ালকে বকে দিচ্ছি' এই ভাবে বাচ্চাটিকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তা না করে তাকে নিজে থেকে উঠে দাঁড়াবার সাহস দিতে হবে। বলা উচিত, তুমি পড়ে গেছ এবার উঠে দাঁড়াও। আসলে শৈশবের শেখানো ছোট ছোট পদক্ষেপ থেকেই ভবিষ্যতের পথে চলার মানসিকতা গড়ে ওঠে।

ব্যবসায় কেরিয়ার

মেশিনে কেক তৈরি

কেক সকলেরই খুব প্রিয় খাবার। চাহিদাও থাকে সারা বছর। জন্মদিনে কেক কাটার রীতি এখনও আছে। উপরন্তু বড়দিন এবং ইংরেজি নববর্ষে কেকের চাহিদা অনেক বেড়ে যায়। তাই এই ব্যবসার মাধ্যমে অনায়াসেই কেরিয়ার তৈরি করা যেতে পারে।

কেক তৈরির পদ্ধতি: কেক তৈরির জন্য প্রয়োজন একটি কেক ফেটানোর মিক্সার মেশিন ও একটি বড় মাপের ওভেন। কেক তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি হল: ময়দা, চিনি, ঘি, ডিম, সুগন্ধী দ্রব্য (জায়ফল, জয়ত্রি, ছোট এলাচ), পরিমাণমতো বেকিং পাউডার। এর সঙ্গে মার্জারিন মিশিয়ে মিক্সার মেশিনের সাহায্যে ফেটিয়ে নিতে হবে। এবার এই মিশ্রণে বাদাম, কাজু, কিশমিশ, চেরি ও মোরব্বা প্রভৃতি ছড়িয়ে পাত্রে ভরে ওভেনে দিলেই কেক তৈরি হয়ে যাবে। এই কেক ওজন করে প্যাকেটে ভরার পর বাজারজাত করা যাবে।

ব্যবসায় কীভাবে এগোবেন: কেকের ব্যবসায় যে-পরিকল্পনা তাতে প্রায় তিন লক্ষ টাকার মূলধন প্রয়োজন। এর জন্য 'প্রধানমন্ত্রী কর্মসৃজন প্রকল্প' থেকে লোনের জন্য দরখাস্ত করতে পারেন। ট্রেড লাইসেন্সের জন্য পৌর নিগমের কাছে আর ফুড সেফটি লাইসেন্সের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ বিভাগে (ময়ূখ ভবন, পঞ্চম তল, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০০৯১) যোগাযোগ করতে হবে। এরপর কেক তৈরির প্রয়োজনীয় মেশিনগুলি কলকাতা থেকে কিনে এনে মেকানিক দিয়ে ফিটিং করিয়ে নেবেন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা: বাজার ধরতে চাইলে প্রথমেই অধিক মুনাফা না করে খুব ভালো কেক বাজারে সরবরাহ করতে হবে। ভালো কেক সরবরাহ করলে কেকের চাহিদা বাড়বে।

আনুমানিক মাসিক আয়: এই ব্যবসায় ন্যূনতম পুঁজি লাগিয়ে ঠিকমতো বাজার ধরতে পারলে মাসে অনুমানিক ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা উপার্জনের সম্ভাবনা আছে।

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI

বৃহস্পতিবার, ২৭ এপ্রিল ২০১৭

জব পোর্টালে চাকরির খোঁজ

ইন্টারনেটের দৌলতে এখন চাকরির খোঁজখবর করা অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। সারা ভারতে অসংখ্য জব পোর্টাল রয়েছে, যেখান থেকে সহজেই বিভিন্ন ধরনের চাকরির খোঁজখবর পাওয়া যায়। এরকমই সেরা ১০টি জব পোর্টালের ওয়েব অ্যাড্রেস দেওয়া হল:

naukri.com
monster.com
timesjobs.com
shine.com
placementIndia.com
careerage.com
jobstreet.co.in
jobsDB.com
jobisjob.com
sarkarinaukricom.com

পেশা যখন **ফ্যাশন ডিজাইনিং**

একটা সময় ছিল, যখন ধরাবাঁধা কোনও বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করে, কিছু কোর্স করে চাকরি মিলত। সেই পর্যায়টা এখন অতীত। প্রথাগত পাঠক্রমের সঙ্গে কোনও বিষয়ে স্পেশালাইজেশনের বিষয়টি এখন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে। উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পরবর্তী সময়টাই স্পেশালাইজেশন কোর্স করে নেওয়ার পক্ষে আদর্শ। তবে কোন কেরিয়ারটা বাছা উচিত, সেটা ঠিক করে উঠতে পারা যাচ্ছে না। সঠিক কেরিয়ার গড়ার জন্য ফ্যাশন ডিজাইনিং নিয়ে পড়াশোনা করা যেতেই পারে।

ফ্যাশন ডিজাইনিং ক্ষেত্রটা হালফিলে ভারতে ভালো রকমের জনপ্রিয়। বর্তমান প্রজন্মের কাছে ফ্যাশন ডিজাইনিং অত্যন্ত লোভনীয় এবং গ্ল্যামারাস কেরিয়ার অপশনও বটে। জীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এই কোর্সটির ভালো রকমের উপযোগিতা রয়েছে।

সফল ফ্যাশন ডিজাইনার হতে গেলে পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে সঙ্গে কিছু নিজস্বতা থাকা অত্যন্ত জরুরি। যেমন রং, কাপড়ের কোয়ালিটি সম্পর্কে কিছু ধ্যান-ধারণা, স্বাভাবিক সৌন্দর্য এবং বর্তমান ফ্যাশন ট্রেন্ড সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা।

এই গুণাবলি থাকলে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পরই কোনও স্বীকৃত ফ্যাশন ইনস্টিটিউট থেকে ফুল অথবা পার্টটাইম সার্টিফিকেট কোর্স করা যায়। তবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, যারা স্নাতক স্তরেও কোর্সটিকে ডিগ্রি কোর্স হিসাবে পড়াচ্ছে। আবার যে কোনও বিষয়ে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ফ্যাশন ডিজাইনিংয়ের জগতে পা রাখতে পারেন। এরজন্য দরকার সঠিক প্রশিক্ষণ। আর এই প্রশিক্ষণ পেতে গেলে সঠিক প্রতিষ্ঠান বেছে নেওয়াটা অত্যন্ত জরুরি। ফ্যাশন ডিজাইনিংয়ের কোর্স করতে বছরে অন্তত ৪৫ থেকে ৫০ হাজার টাকার মতো খরচ হয়। কোনও কোনও জায়গায় তার থেকেও বেশি। তবে, ফি বেশি হলেও এই পেশায় চাকরির বাজার ঊর্ধ্বমুখী।

ফ্যাশন ডিজাইনিংয়ের কোর্স শেষে বিভিন্ন এজেন্সি, জুয়েলারি হাউস, ফ্যাশন বুটিক, টেক্সটাইল সংস্থায় কাজের সুযোগ রয়েছে। বেতন শুরুতে মাসিক অন্তত ১০ হাজার টাকা। ভারতের বাজার ছাড়াও আন্তর্জাতিক বাজারেও এই কোর্স করে চাকরির সুযোগ রয়েছে।

কলকাতায় বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যারা এই কোর্স করায়। এদের মধ্যে রয়েছে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ফ্যাশন টেকনোলজি বা নিফট। এটি ভারত সরকারের মিনিস্ট্রি অব টেক্সটাইল-এর স্বীকৃত। এখানে স্নাতকস্তরের পাশাপাশি স্নাতকোত্তরেও ভর্তির সুযোগ রয়েছে। বিজ্ঞান বিভাগে দ্বাদশ শ্রেণি উত্তীর্ণরা স্নাতকস্তরে অ্যাপারেল প্রোডাকশন কোর্স করতে পারে। অন্যান্য বিভাগে উত্তীর্ণদের জন্য রয়েছে ফ্যাশন, টেক্সটাইল, লেদারের মতো কোর্সগুলি। মোট চার বছরের কোর্স। খরচ প্রতি বছর এক লক্ষ টাকা করে। ভর্তির সময় দিতে হবে ৫০ হাজার টাকা। পরে ছ'মাস অন্তর ৫০ হাজার টাকা করে দিতে হবে। স্নাতকোত্তরে ভর্তির যোগ্যতা যে কোনও শাখায় স্নাতক। এই কোর্সটির নাম মাস্টার অব ফ্যাশন ম্যানেজমেন্ট বা এমএফএম। এটি দু'বছরের কোর্স। এই কোর্সের জন্য প্রতিবছর এক লক্ষ টাকা খরচ। এই কোর্সটি করার পর প্লেসমেন্টের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।

যোগাযোগ করতে হবে এখানে: ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ফ্যাশন ম্যানেজমেন্টস এনআইটিএফটি ক্যাম্পাস, প্লট-৩বি, ব্লক-এলও, সেক্টর-থ্রি, সল্টলেক, কলকাতা-৯৮, ফোন ০৩৩-২৩৩৫৮৮৭২/২৮৯০।

ঘরে বসে ব্যবসা করার কিছু লাভজনক উপায়

আজকাল অনেক উদ্যোক্তাই কাজের অবস্থান থেকে দূরে থাকা সত্ত্বেও সফলভাবে কাজ সম্পন্ন করতে পারছেন। তাঁদের বেশিরভাগের অফিস হচ্ছে নিজের ঘরেই। যে কোনও কাজেই পরিশ্রম আছে, তবেই আসবে সাফল্য। গত সংখ্যার পর...

উৎসাহ ধরে রাখা হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন কাজ। শুরুর দিকে উৎসাহ ধরে রাখা আরও বেশি কঠিন কাজ। শুরুর কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের হতাশা চলে আসে। ব্যর্থতা মেনে নিতে খুব কষ্ট হয়। সামান্য ব্যর্থ হলেই কাজ বন্ধ করে দেয় অনেকেই। এরকম কখনওই করা যাবে না। সাফল্য আসার আগে পর্যন্ত নিজের উৎসাহ-উদ্দীপনা ধরে রাখতে হবে। ব্যবসায়ে বিজ্ঞ পরামর্শদাতাকে খুঁজে বের করা খুব জরুরি। আপনার ব্যবসা শুরু করার প্রথম মাসে আপনাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কিন্তু আপনি নিজে সব সিদ্ধান্ত একা নিতে পারবেন না। পরিশেষে, আপনিই হচ্ছেন আপনার ব্যবসার একমাত্র দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তি, কিন্তু আপনাকে সর্বদা আলোচনা করতে হবে একজন ব্যবসায়ে বিজ্ঞ পরামর্শদাতার সঙ্গে পরামর্শ পাওয়ার জন্য।

তবে, জানা দরকার কে হতে পারেন ব্যবসায়ে বিজ্ঞ পরামর্শদাতা। একজন ব্যবসায়ে বিজ্ঞ পরামর্শদাতা হচ্ছেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি প্রচুর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, সফল এবং পরামর্শ ও পথনির্দেশনা দিতে আগ্রহী কোনও প্রকার ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়াই।

আপনিও মূল্যবান

প্রথম পাতার পর

কারণ মনে রাখবেন ইংরেজি ভাষাকে আমরা একটি যোগাযোগের ভাষা হিসাবে ব্যবহার করব। যেখানে ইন্টারভিউ দিতে যাবেন, সেই কোম্পানি সম্পর্কেও আপনি একটু জেনে যাবেন, তা হলে স্বভাবতই ভালো ধারণা তৈরি হবে কর্তৃপক্ষের। তারাও জানবে যে আপনি কাজ করতে আগ্রহী। সেইসঙ্গে নিজের সাজপোশাকের ওপরেও নজর দেবেন। কোথায় যাচ্ছেন সেটি নিজের মাথায় রাখুন। ইন্টারভিউয়ের সাজপোশাকের মধ্যে একটা স্মার্ট লুক থাকবে। আপনার পোশাক কখনওই এমন হবে না, যে তা কর্তৃপক্ষের চোখে দৃষ্টিকটু লাগে। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের প্রশ্নের মুখোমুখি হোন, আপনি পারবেন, আপনার মধ্যে সেই গুণগুলি আছে বলেই আপনি ইন্টারভিউয়ে ডাক পেয়েছেন।

target@ কেরিয়ার

আপনার সফল কেরিয়ারের চাবিকাঠি হয়ে উঠুক

আমরা পাঠককে গুরুত্ব দিতে চাই

তাই, আপনারাই আমাদের মেল করে জানান, সফল কেরিয়ার গড়ে তোলার জন্য 'target@কেরিয়ার'-এ আপনারা কী কী চান

jugasankha.suppli@gmail.com

ক্লার্ক ও ইঞ্জিনিয়ার নেবে বর্ধমান ডেভেলপমেন্ট অথরিটি

বর্ধমান ডেভেলপমেন্ট অথরিটিতে কাজের জন্য সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল), সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (ইলেকট্রিক্যাল), জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট টাউন প্ল্যানার, লোয়ার ডিভিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ৯ জন ছেলেমেয়ে নেওয়া হচ্ছে।

কোন পদের জন্য কারা যোগ্য:

সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল): পলিটেকনিক থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাস ছেলেমেয়েরা মোট ৬০% নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। জল, বাঁধ, রাস্তা, ব্রিজ, বিল্ডিং ইত্যাদির কাজে অন্তত ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে এবং কম্পিউটারে জ্ঞান ও এমএস অফিসের কাজ জানা থাকলে ভালো হয়।

বয়স: বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। বেতন: ৯,০০০-৪০,৫০০টাকা। গ্রেড পে ৪,৪০০ টাকা। শূন্যপদ ২টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১)।

অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল): সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাস ছেলেমেয়েরা মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদনের যোগ্য। ডিজাইন, কনস্ট্রাকশন, প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ও জল, বাঁধ, রাস্তা, ব্রিজ, বিল্ডিং ইত্যাদির কাজে অন্তত ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে আর কম্পিউটার নলেজ (অটোক্যাড) ও এমএস অফিস বিষয়ে জ্ঞান থাকলে ভালো হয়। বয়স: বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। বেতন: ১৫,৬০০-৪২,০০০ টাকা। গ্রেড পে ৫,৪০০ টাকা। শূন্যপদ ১টি (সাধারণ)।

সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (ইলেকট্রিক্যাল): পলিটেকনিক থেকে ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাস ছেলেলেয়েরা মোট ৬০% নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদনের যোগ্য। কনস্ট্রাকশন, মেন্টেন্যান্স বা ডিজাইনের কাজে অন্তত ৩ বছরের অভিজ্ঞতা। কম্পিউটারে নলেজ ও এমএস অফিস বিষয়ে জ্ঞান থাকলে ভালো। বয়স: বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। বেতন: ৯,০০০-৪০,৫০০ টাকা। গ্রেড পে ৪,৪০০ টাকা। শূন্যপদ ১টি (সাধারণ)।

জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট টাউন প্ল্যানার: আর্কিটেকচারের ডিপ্লোমা কোর্স পাসরা মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদনের যোগ্য। আর্কিটেকচার ও প্ল্যানিংয়ের কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হয়। অটো ক্যাড, থ্রিডি, মডেলিং, সফটওয়্যার, ফোটোশপ ইত্যাদির কাজে জ্ঞান থাকলে ভালো হয়। বয়স: বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে।

বেতন: ৯,০০০-৪০,৫০০ টাকা। গ্রেড পে ৪,৪০০ টাকা। শূন্যপদ ৩টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১)।

লোয়ার ডিভিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট: মোট অন্তত ৫৯% নম্বর পেয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাসরা কম্পিউটারে ইংরেজি টাইপিংয়ে মিনিটে অন্তত ৩০টি শব্দ তোলার গতি থাকলে আবেদন করতে পারেন। কম্পিউটারে এমএস অফিস সফটওয়্যার এর জ্ঞান থাকতে হবে। কোনও সংস্থায় কম্পিউটারে বাংলা টাইপিংয়ে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হয়।

বয়স: বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। বেতন: ৫৪০০-২৫২০০ টাকা। গ্রেড পে ২৬০০ টাকা। শূন্যপদ ২টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১)।

সবপদের ক্ষেত্রেই বয়সের হিসাব হবে ১-১-২০১৭ তারিখ অনুযায়ী। তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ৫ বছর ও ওবিসিরা ৩ বছর বয়সের ছাড় পাবেন। এইপদের বিজ্ঞপ্তি নং: Advertisement No. 4 of 2017. প্রার্থী বাছাই করবে মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশন। প্রথমে লিখিত পরীক্ষা হবে কলকাতায়।

১০ মের মধ্যে অনলাইন দরখাস্ত করবেন এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.mscwb.org. প্রার্থীর একটি বৈধ ই-মেইল আইডি থাকতে হবে। অনলাইনে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন পরীক্ষার ফি-বাবদ ২২০ টাকা, তফসিলি এবং প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৭০ টাকা জমা দিতে হবে চালানের মাধ্যমে। ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার যে কোনও শাখায়। অ্যাকাউন্ট নম্বর: 0088010367936. টাকা জমা করতে হবে ১১ মের মধ্যে। এবার ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। আরও বিশদ জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

৫
target@ কেরিয়ার
যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ২৭ এপ্রিল ২০১৭

ভারতীয় টাঁকশালের হায়দরাবাদ শাখা ১৯৪ কর্মী নিয়োগ করবে

১৯৪ জন কর্মী নেবে ভারতীয় টাঁকশালের হায়দরাবাদ শাখা। এটি সিকিউরিটি প্রিন্টিং অ্যান্ড মিন্টিং কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়ার একটি ইউনিট। নিয়োগ করা হবে জুনিয়র টেকশিয়ান, জুনিয়র অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং সুপারভাইজার পদে। ১ বছরের প্রোবেশন। কলকাতায় পরীক্ষাকেন্দ্র আছে।

শূন্যপদের বিবরণ: জুনিয়র টেকশিয়ান(ডব্লু-ওয়ান লেভেল): ফিটার: ৯৯টি। মিল রাইট/মিল রাইট মেকানিক: ৯টি। ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট/মেকানিক কেমিক্যাল: ৬টি। ড্রাইভার-কাম-মেকানিক (লাইট মোটর ভেহিক্যাল) মোটর ড্রাইভিং/মেকানিক মোটর: ভেহিক্যাল: ৪টি। ইলেকট্রিক্যাল/ইলেকট্রনিক্স: ৫টি। টার্নার: ৪টি। প্লাম্বার: ৪টি। মেশিনিস্ট: ৩টি। মোট শূণ্যপদের মধ্যে ২০টি শূন্যপদ তফসিলি জাতি, ৯টি শূন্যপদ তফসিলি উপজাতি এবং ৩৪টি শূন্যপদ ওবিসি প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক, সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে আই টি আই সার্টিফিকেট কোর্স করে থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ডিপ্লোমাধারীরা অগ্রাধিকার পাবেন। বয়স ১-৪-১৭ তারিখে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। অর্থাৎ জন্মতারিখ হতে হবে ২-৪-১৯৯২ থেকে ১-৪-১৯৯৯ এর মধ্যে। বেতনক্রম: ৫২০০-২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে ১৮০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর 1/17.

জুনিয়র অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (বি-থ্রি লেভেল): ৫১টি (সাধারণ ২৮, তফসিলি জাতি ৭, তফসিলি উপজাতি ৩, ও বি সি ১৩) শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৫৫ শতাংশ নম্বর সহ স্নাতক, সঙ্গে কম্পিউটারে প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে ৪০টি শব্দ অথবা হিন্দিতে ৩০ টি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে। কম্পিউটারের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সংশ্লিষ্ট কাজে দক্ষতা থাকলে অগ্রাধিকার। বয়স: ১-৪-২০১৭ তারিখে ১৮ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে থাকতে হবে। অর্থাৎ জন্মতারিখ হতে হবে ২-৪-১৯৮৯ থেকে ১-৪-১৯৯৯ এর মধ্যে। বেতনক্রম: ৫২০০-২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২০০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ সুবিধা।

সুপারভাইজার(এস-ওয়ান-লেভেল): মেকানিক্যাল: ৪টি। ইলেকট্রিক্যাল: ২টি। ইলেকট্রনিক্স: ১টি। মেটালার্জি: ১টি। সিভিল: ১টি। মোট শূন্যপদের মধ্যে তফসিলি এবং ওবিসি প্রার্থীদের জন্য যথাক্রমে ১টি এবং ২টি শূন্যপদ সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৬০ শতাংশ নম্বর সহ সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার শাখায় ডিপ্লোমা। সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় স্নাতকরা অগ্রাধিকার পাবেন। বয়স: ১-৪-২০১৭ তারিখে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে থাকতে হবে। অর্থাৎ জন্মতারিখ হতে হবে ২-৪-১৯৮৭ এর মধ্যে। বেতনক্রম: ১২,৩০০-২৫,৪০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা।

এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর:2/17.

সবক্ষেত্রেই তফসিলি ৫ ওবিসি-রা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই করা হবে অনলাইন লিখিত পরীক্ষা এবং ট্রেড টেস্টের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) মাধ্যমে। অনলাইন লিখিত পরীক্ষায় অবজেকটিভ ধরনের প্রশ্ন হবে জেনারেল সায়েন্স, লজিক্যাল রিজনিং, জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপটিটিউড এবং এস ওয়ান ও বি থ্রি লেভেলের পদগুলির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে। পরীক্ষা মে অথবা জুনে। পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করে নেবেন igmhyderabad.spmcil.com ওয়েবসাইট থেকে।

অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: http://igmhyderabad.spmcil.com অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ১ মে। মনে রাখবেন, অনলাইন আবেদনের শেষ ১ মে। মনে রাখবেন, অনলাইন আবেদনের সময় জেপিজি বা জেপেগ ফরম্যাটে স্ক্যান করা প্রার্থীর ফটো(২০০x২৩০ পিক্সেল ডাইমেনশন, ২০ থেকে ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং সই (১৪০x৬০ পিক্সেল ডাইমেনশন, ১০ থেকে ২০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে।

ফি-বাবদ অনলাইন দিতে হবে ৪০০ টাকা(তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা কোনও ফি লাগবে না)। ফি দেওয়া যাবে ডেবিট কার্ড (রুপে, ভিসা, মাস্টার কার্ড এবং মোবাইল ওয়ালেটের মধ্যে যে কোনও একটি পদ্ধতিতে ফি জমা দিয়ে পাওয়া ই-রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন।

অনলাইনে আবেদন যথাযথ সাবমিট করার পর পূরণ করা আবেদনপত্রের এক কপি প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরে কাজে লাগবে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট। প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারেন এই নম্বরে: ০৪০ ২৭২৬০০৪৬। পাঠাতে পারেন ই-মেইল, এই ঠিকানায়: igmintcp@ap.nic.in

সেনাবাহিনীতে দন্ত চিকিৎসক

৫৬ জন ডেন্টাল সার্জেন নিয়োগ করবে ভারতীয় সেনাবাহিনী। নিয়োগ হবে সেনাবাহিনী শর্ট সার্ভিস কমিশনে। নয়াদিল্লির ন্যাশনাল বোর্ড অব এগজামিনেশন(এনবিই) কর্তৃক গত বছরের ৩০ নভেম্বর থেকে ৩ ডিসেম্বরের মধ্যে আয়োজিত 'ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি-কাম আয়োজিত 'ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি –কাম-এন্ট্রাস টেস্ট, এন ই ই টি (এমডিএস)-২০১৭' বৈধ স্কোরবোর্ড থাকতে হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অন্তত ৫৫ শতাংশ নম্বর সহ বিডিএস বা এমডিএস। সেই সঙ্গে ডেন্টাল কাউন্সিল অথবা ডেন্টাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার ডেন্টাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (অন্তত ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বৈধ)। থাকতে হবে। এছাড়া প্রার্থীকে ৩১-৩-২০১৭ এর মধ্যে ১ বছরের কম্পালসরি রোটেটরি ইন্টার্নশিপ সম্পূর্ণ করে থাকতে হবে। 'এন ই ই টি (এমডিএস)-২০১৭'র স্কোরবোর্ড থাকা বাধ্যতামূলক। বয়স: ৩১-১২-২০১৭ তারিখে ৪৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।

'ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি –কাম-এন্ট্রাস টেস্ট, এনইইটি (এমডিএস)-২০১৭' পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে বাছাই করা প্রার্থীদের ইন্টারভিউতে ডাকা হবে।

দরখাস্ত গ্রহণের শেষ তারিখ ১৫ মে। দরখাস্ত করার খুঁটিনাটি সহ অন্যান্য বিষয়ে বিস্তারিত জানতে ১৭ এপ্রিলের পর আগ্রহীরা চোখ রাখুন indianarmy.nic.in ওয়েবসাইটে।

প্রতি সপ্তাহে অসংখ্য চাকরির খোঁজখবর
'টার্গেট অ্যাট কেরিয়ার'-এর পাতায়

দিল্লি ক্যান্টনমেন্টে ২১৭

সাফাইওয়ালা, পাম্প অপারেটরসহ বিভিন্ন পদে ২১৭ জন কর্মী নিয়োগ করবে দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড। নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: 1/2017.

পোস্ট কোড ১: সাফাইওয়ালা: ১৯৫টি (সাধারণ ৫৮, তফসিলি উপজাতি ৩০, ওবিসি এবং অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য ৩টি করে শূন্যপদ সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক।

পোস্ট কোড ২: পাম্প অপারেটর: ১৩টি (সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৫)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক, সংগে ইলেকট্রিক্যাল ট্রেডে আইটিআই বা সমতুল কোর্স পাস করে থাকতে হবে।

পোস্ট কোড ৪: মালি: ৬টি (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ২)। এর মধ্যে দৃষ্টি-সংক্রান্ত এবং অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য ১টি করে শূন্যপদ সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক, সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজে দক্ষতা থাকতে হবে।

পোস্ট কোড ৩: পিওন: ৩টি (সাধারণ ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ১)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ

দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক।

বেতনক্রম: ৫২০০-২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে পাম্প অপারেটর পদের ক্ষেত্রে ১৯০০ টাকা এবং অন্যান্য পদের ক্ষেত্রে ১৮০০ টাকা। অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েহসাইটের মাধ্যমে: www.cbdelhi.in

অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ১ মে থেকে ৩১ মে পর্যন্ত। আবেদনের পদ্ধতি এবং খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI

বৃহস্পতিবার, ২৭ এপ্রিল ২০১৭

এনএসপিসিএল ট্রেনিং দিয়ে ৪১ জন ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ করবে

সেইল পাওয়ার কোম্পানি ৪১ জন কর্মী নিয়োগ করবে। নিয়োগ করা হবে, ট্রেনি জুনিয়র অফিসার, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, আর ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে। প্রথমে ট্রেনিং হবে। ট্রেনিং চলাকালীন নির্দিষ্ট হারে স্টাইপেন্ডের ব্যবস্থা আছে।

কোন পদের জন্য কত শূন্যপদ

জুনিয়র অফিসার ট্রেনি: ৪টি। সাধারণ ৩, ওবিসি ১। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইন্টার সিএ বা আইসিডব্লুএ। বয়স: ২৯-৪-২০১৭-র হিসাবে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে, প্রতি মাসে ১৫,৫০০ টাকা।

ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার ট্রেনি: মেকানিক্যাল ১৫টি (সাধারণ ৯, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি ১)। ইলেকট্রিকাল: ১৩ টি (সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি ২)। কন্ট্রোল অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশন: ৫টি (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৭০% নম্বর সহ সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় ডিপ্লোমা। তফসিলিদের ক্ষেত্রে পাস নম্বর হলেই হবে।

বয়স: ২৯-৪-২০১৭ তারিখের হিসাবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। প্রতি মাসে স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে ১৫,৫০০ টাকা।

ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনি: ৪টি (সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: মোট অন্তত ৬০% নম্বর সহ কেমিস্ট্রি সহ বিএসসি অথবা ইন্ডাস্ট্রিয়াল বা অ্যাপ্লায়েড কেমিস্ট্রিতে বিএসসি। বয়স: ২৯-৪-২০১৭ তারিখের হিসাবে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে প্রতি মাসে ১১,৫০০ টাকা।

তফসিলি, ওবিসি, দৈহিক প্রতিবন্ধী এবং প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য নিয়মানুসারে শূন্যপদে সংরক্ষিত থাকবে এবং বয়সের ছাড় পাওয়া যাবে।

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা, ইন্টারভিউ বা স্কিল টেস্টের মাধ্যমে। লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হবে দুটি পার্টে। পার্ট ওয়ানে প্রশ্ন হবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এবং পার্ট টু-তে প্রশ্ন হবে জেনারেল। অ্যাওয়ারনেস, কোয়ান্টেটিভ অ্যাপটিটিউড, ইংরেজি এবং রিজনিং বিষয়ে। পরীক্ষার সময়সীমা ২ ঘণ্টা। পরীক্ষা হবে ১১ জুন। কলকাতায় পরীক্ষাকেন্দ্র আছে।

www.nspcl.co.in ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইন আবেদন করা যাবে। অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ২৯ এপ্রিল। দরখাস্ত করার জন্য প্রার্থীর একটি চালু ই-মেইল আইডি থাকতে হবে। দরখাস্ত করার আগে প্রার্থীর স্ক্যান করা ফোটো ও সই আপলোড করতে হবে। আবেদনের সময় একটি রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাওয়া যাবে। এটি লিখে রাখতে হবে।

ফি-বাবদ অনলাইনে দিতে হবে ৩০০ টাকা। তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের কোনও ফি লাগবে না। ফি জমা দেওয়া যাবে নেটব্যাংকিং বা ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে। ফি জমা দিয়ে যে রিসিপ্ট আর রেজিস্ট্রেশন স্লিপ পাওয়া যাবে তার এক কপি করে প্রিন্টআউট নিয়ে নিজের কাছে রাখতে হবে।

ন্যাশনাল সিডস কর্পোরেশনে ১৭৮ কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি

১৭৮ জন কর্মী নিয়োগ করবে ন্যাশনাল সিডস কর্পোরেশন। নিয়োগ করা হবে ট্রেনি পদে হিউম্যান রিসোর্স, এগ্রিকালচার ও টেকনিশিয়ান শাখায় এবং লিগাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে, সংস্থার কর্পোরেট এবং আঞ্চলিক অফিসগুলিতে। ট্রেনিং চলাকালীন নির্দিষ্ট হারে স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে।

শূন্যপদের বিবরণ: সিনিয়র ট্রেনি মার্কেটিং: ৪০টি (সাধারণ ২০, তফসিলি জাতি ৭, তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি ১০)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ দৃষ্টি-সংক্রান্ত এবং শ্রবণ-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৫৫ শতাংশ নম্বর সহ এগ্রিকালচারে বিএসসি, সঙ্গে মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট বা সেলস ম্যানেজমেন্টে এক বছর মেয়াদের ডিপ্লোমা। অথবা এগ্রি বিজনেস ম্যানেজমেন্ট এম বি এ।

ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি: প্রোডাকশন: ৩০টি (সাধারণ ১৩, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতির ৫, ওবিসি ৮)। এর মধ্যে ৪টি শূন্যপদ দৃষ্টি-সংক্রান্ত, শ্রবণ-সংক্রান্ত এবং অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৬০ শতাংশ নম্বর সহ এগ্রিকালচারে বিএসসি, সঙ্গে এগ্রি বিজনেস ম্যানেজমেন্টে এমবিএ। অথবা অ্যাগ্রোনমি বা সিড টেকনোলজি বা প্লান্ট ব্রিডিং অ্যান্ড জেনেটিক্স বা এগ্রিকালচার এন্টোমোলজি বা প্লান্ট প্যাথোলজিতে স্পেশ্যালাইজেশন সহ এগ্রিকালচার এম এসসি।

মার্কেটিং: ৯টি (সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ২, ওবিসি ২)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ শ্রবণ-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৬০ শতাংশ নম্বর সহ এগ্রিকালচার বিএসসি, সঙ্গে মার্কেটিং বা এগ্রি বিজনেস ম্যানেজমেন্ট এমবিএ।

এগ্রি ইঞ্জিনিয়ারিং: ৫টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ২, সাধারণ অস্থি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১) শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৬০ শতাংশ নম্বর সহ এগ্রি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বি ই বা বি টেক।

হিউম্যান রিসোর্স: ৭টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৬০ শতাংশ নম্বর সহ পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন বা লেবার ওয়েলফেয়ার বা হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা অথবা হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা অথবা হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টে এম বি এ।

এফ অ্যান্ড এ: ৬টি (সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ১, ওবিসি দৈহিক প্রতিবন্ধী ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৬০ শতাংশ নম্বর সহ সিএ বা সিএমএ (আইসিডব্লুএ) বা ফিনান্স স্পেলাইজেশন সহ এমবিএ।

ডিপ্লোমা ট্রেনি: সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং: ৫টি (সাধারণ ৩, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৫৫ শতাংশ নম্বর সহ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা।

এগ্রি ইঞ্জিনিয়ারিং: ৭টি (সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৫৫ শতাংশ নম্বর সহ এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা।

ট্রেনি: এগ্রিকালচার: ২৬টি (সাধারণ ১৩, তফসিলি জাতি ৬, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ৫)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ শ্রবণ-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৫৫ শতাংশ নম্বর সহ এগ্রিকালচার বি এস সি।

টেকনিশিয়ান: ৮টি (সাধারণ ৪, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৩)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৫৫ শতাংশ নম্বর সহ ফিটার ট্রেডে আইটি আই কোর্স পাশ, সঙ্গে কোনও সংস্থায় ১ বছর মেয়াদের অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং নিয়ে থাকতে হবে এবং ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ সার্টিফিকেট পেয়ে থাকতে হবে।

হিউম্যান রিসোর্স: ১১টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ৪)। এর মধ্যে ২ শূন্যপদ দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: পার্সোনাল ম্যানেজমেন্টে বিএবিসিএ।

অথবা যে কোনও শাখায় ৫৫ শতাংশ নম্বর সহ স্নাতক, সঙ্গে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস বা পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট বা হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বা লেবার ল বা কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে এক বছর মেয়াদের ডিপ্লোমা করে থাকতে হবে। সঙ্গে কম্পিউটারে হিন্দিতে প্রতি মিনিটে ৩৫ টি বা ইংরেজিতে প্রতি মিনিটে ৪০ টি শব্দ টাইপ করার দক্ষতা থাকতে হবে। হিন্দিতে টাইপ করার দক্ষতা থাকলে অগ্রাধিকার।

অ্যাকাউন্টস: ১৫ টি(সাধারণ ৬, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ৪)। এর মধ্যে ১ টি শূণ্যপদ দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৫৫ শতাংশ নম্বর সহ বি কম।

স্টোর্স: ৬টি (সাধারণ ২, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ৩)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৫৫ শতাংশ নম্বর সহ এগ্রিকালচারে বিএসসি। অথবা যে কোনও শাখায় স্নাতক, মেটেরিয়ালস ম্যানেজমেন্ট বা ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট বা স্টোর্স ম্যানেজমেন্টে ১ বছর মেয়াদের ডিপ্লোমা।

অ্যাসিস্ট্যান্ট লিগাল: ৩টি (সাধারণ)। শিক্ষাগত যোগ্যতা: আইনে পেশাদারি ডিগ্রি, সঙ্গে কোনও সংস্থায় বা দক্ষ আইনজীবীর অধীনে সংশ্লিষ্ট কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বেতনক্রম: ৯৪০০-২৫,৭০০ টাকা।

সব ক্ষেত্রেই এম এস অফিস এবং কম্পিউটার জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

বয়স: ৬-৫-২০১৭ তারিখে অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে ৩০ বছর এবং অন্য সব কটি পদের ক্ষেত্রে ২৭ বছরের মধ্যে থাকতে হবে। সরকারি নিয়মানুসারে তফসিলি, ওবিসি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীরা বয়সের ছাড় পাবেন।

স্টাইপেন্ড: প্রতি মাসে ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি পদের ক্ষেত্রে ৩৫,৯৯৮ টাকা, সিনিয়র ট্রেনি এবং ডিপ্লোমা ট্রেনি পদের ক্ষেত্রে ২০,৬৩৩ টাকা, ট্রেনি পদের ক্ষেত্রে ১৫, ৮০৪ টাকা। অনলাইনে আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.indiaseeds.com অনলাইন আবেদন শেষ তারিখ ৬ মে।

প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি এবং অন্যান্য তথ্যের দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট। প্রয়োজনে ই-মেইল করতে পারেন এই ঠিকানায়: nsc@indiaseeds.com

চার বাহিনীতে কয়েকশো অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট নিয়োগ

চার বাহিনীতে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট নেবে চার কেন্দ্রীয় পুলিশ বাহিনী— বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স, সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স ও সশস্ত্র সীমা বল। প্রার্থী বাছাই করবে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন। লিখিত পরীক্ষা ২৩ জুলাই। 'সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্সেস(অ্যাসিস্ট্যান্ট কম্যান্ড্যান্টস) এগজামিনেশন, ২০১৭' পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করবে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন। লিখিত পরীক্ষা ২৩ জুলাই। কলকাতায় পরীক্ষাকেন্দ্র আছে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সব ক্ষেত্রেই কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েট। যাঁরা স্নাতকস্তরের চূড়ান্ত পরীক্ষা দিয়েছেন, শর্তসাপেক্ষে তাঁরাও আবেদন করতে পারেন। এন সি সি 'বি' অথবা 'সি' গ্রেড সার্টিফিকেটধারীরা অগ্রাধিকার পাবেন।

বয়স: ২০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫ ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির প্রার্থীরা ৩ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুযায়ী বয়সের ছাড় পাবেন।

দৈহিক মাপজোক: ছেলেদের ক্ষেত্রে উচ্চতা ১৬৫ সেমি, বুকের ছাতি ফুলিয়ে ও না ফুলিয়ে যথাক্রমে ৮৬ ও ৮১ সেমি। ওজন হতে হবে ৫০ কেজি অথবা উচ্চতা অনুযায়ী। মেয়েদের ক্ষেত্রে উচ্চতা দরকার ১৫৭ সেমি, ওজন হতে হবে উচ্চতানুযায়ী, কিন্তু কমপক্ষে ৪৬ কেজি। উভয়ক্ষেত্রেই দৃষ্টিশক্তি দূরের ক্ষেত্রে চশমা সহ ভালো চোখে ৬/৬ ও খারাপ চোখে ৬/১২, অথবা দু-চোখেই ৬/৯। কাছের ক্ষেত্রে সংশোধিত দৃষ্টিশক্তি ভালো চোখে এন-৬ ও খারাপ চোখে এন-৯। রং চেনার উচ্চক্ষমতা থাকতে হবে। চ্যাটালো পায়ের পাতা, ভাঙা হাঁটু, শিরাস্ফীতি, ট্যারা চাউনি, বর্ণান্ধতা থাকলে চলবে না। মানসিক ও শারীরিক ত্রুটিমুক্ত মজবুত স্বাস্থ্য থাকা জরুরি।

প্রার্থী বাছাই হবে তিনটি পর্যায়ে— লিখিত পরীক্ষা, দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষা ও পার্সোনালিটি টেস্ট। পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতা।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: upsc.online.nic.in অনলাইন আবেদন করা যাবে ৫ মে পর্যন্ত। প্রার্থীর চালু ই- মেল আই ডি থাকতে হবে।

প্রতি মঙ্গলবার 'উত্তরণ'-এ এখন পড়াশোনা ছাড়াও থাকছে নানান শিক্ষামূলক লেখা, যা প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে পড়াশোনায় আরও আগ্রহী করে তুলবে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার নেবে স্টেট পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট

রাজ্যের পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট ৪৮ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ করবে। নিয়োগ করা হবে ইলেকট্রিক্যাল এবং মেকানিক্যাল শাখায়। প্রার্থী বাছাই করবে পাবলিক সার্ভিস কমিশন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: 9/2017.

কোন পদের জন্য কত শূন্যপদ:

ইলেকট্রিক্যাল: ৪৪টি (সাধারণ ১৯, তফসিলি জাতি ৮, তফসিলি উপজাতি ৭, ওবিসি-এ ৫, ওবিসি-বি ৩, দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১, শ্রবণ-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১)।

মেকানিক্যাল: ৪টি (সাধারণ ১, ওবিসি-এ ১, ওবিসি -বি ১, দৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় স্নাতক। সবক্ষেত্রেই বাংলা ভাষায় লিখতে, পড়তে ও বলতে পারা চাই। বয়স: ১-১-২০১৭ তারিখের হিসাবে ৩৬ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলি, ওবিসি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীরা নিয়মানুযায়ী বয়সের ছাড় পাবে।

বেতন: ১৫,৬০০-৪২,০০০ টাকা। গ্রেড পে ৫,৪০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

প্রার্থী বাছাই করা হবে একটি ২০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা এবং ১০০ নম্বরের ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে।

অনলাইন দরখাস্ত করবেন www.pscwbonline.gov.in / www.pscwb.org.in এই দুটি ওয়েবসাইটের যে কোনও একটির মাধ্যমে। অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ মে। দরখাস্ত করার আগে প্রার্থীকে ওয়ানটাইম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। প্রার্থীর একটি চালু ই-মেইল আইডি থাকতে হবে।

ফি-বাবদ দিতে হবে ২১০ টাকা। অনলাইন এবং অফলাইন দু'ভাবেই টাকা দেওয়া যাবে। অনলাইনে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড অথবা নেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে টাকা দেওয়া যাবে। অফলাইনে চালানের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া যাবে ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার যে কোনও শাখায়। ওয়েবসাইট থেকে ই-চালান ডাউনলোড করে নেওয়া যাবে। ৩ মে-র মধ্যে চালান ডাউনলোড করে নিতে হবে। তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধিদের ফি লাগবে না।

দরখাস্ত সাবমিট করার পর পূরণ করা দরখাস্তের একটি প্রিন্টআউট নিজের কাছে রেখে দিতে হবে।

বিশদ আরও জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

২৫২ জন প্রোফেসর নিযুক্ত করবে পাটনা এইমস

পাটনা এইমসে বিভিন্ন বিভাগে ২৫২ জন প্রোফেসর, অ্যাডিশনাল প্রোফেসর, অ্যাসোসিয়েট প্রোফেসর ও অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসর নিয়োগ করা হবে। ২ বছরের প্রোবেশন।

কোন পদের ক্ষেত্রে কত শূন্যপদ:

প্রোফেসর: ৪৫টি (সাধারণ ২৮, তফসিলি জাতি ৬, ওবিসি ১১)। অ্যাডিশনাল প্রোফেসর: ৪১টি (সাধারণ ২৭, তপসিলি জাতি ৫, ওবিসি ৯)। অ্যাসোসিয়েট প্রোফেসর: ৭৬টি (সাধারণ ৪৭, তপসিলি জাতি ১০, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ১৭)। অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসর: ৯০টি (সাধারণ ৩৫, তফসিলি জাতি ১৯, তফসিলি উপজাতি ৬, ওবিসি ৩০)।

বয়স: ১-৫-২০১৭ তারিখের হিসাবে বয়স হতে হবে প্রোফেসর ও অ্যাডিশনাল প্রোফেসরের ক্ষেত্রে ৫৮ বছরের মধ্যে। এবং অ্যাসোসিয়েট প্রোফেসর ও অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসরের ক্ষেত্রে ৫০ বছরের মধ্যে।

www.aiimspatna.edu.in, www.aiimspatna.org এই দুটি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইন আবেদন করতে পারবেন। অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ মে। ফি-বাবদ দিতে হবে ১০০০ টাকার ডিমান্ড ড্রাফট। মহিলা, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও তফসিলি প্রার্থীদের কোনও ফি লাগবে না। পূরণ করা দরখাস্তের এককপি প্রিন্টআউট নিয়ে নিজের কাছে রাখতে হবে।

প্রয়োজনীয় নথিপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল ও ডিমান্ড ড্রাফট সহ প্রিন্টআউট ৮ মের মধ্যে স্পিড পোস্ট বা ক্যুরিয়রে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায়: All India Institute of Medeical Sciences, Patna - 801507.

আরও বিশদে সমস্ত বিষয় জানার জন্য ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

কলকাতা পুরনিগমে ১৫ জন সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ

কলকাতা পুরনিগম সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল) ও সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (ইলেকট্রিক্যাল) পদে ১৫ জন নিয়োগ করবে।

কারা কোন পদের জন্য যোগ্য:

সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল): পলিটেকনিক থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাস ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। ১ বছরের হাতে-কলমে কাজ করার বা স্টাডির বা গবেষণার কিংবা পুরসভার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হয়। কম্পিউটার বা অটো ক্যাড ড্রয়িংয়ের কাজ করায় জ্ঞান থাকলে ভালো হয়। বয়স হতে হবে ২১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। বেতন: ৯,০০০-৪০,৫০০ টাকা। গ্রেড পে ৪,৪০০ টাকা। শূন্যপদ: ১৪টি। সাধারণ ৭, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি-এ ক্যাটেগরি ২, ওবিসি-বি ক্যাটেগরি ১।

অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (ইলেকট্রিক্যাল): ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাস ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। ১ বছর হাতে-কলমে কাজ করার বা স্টাডির বা গবেষণার কিংবা পুরসভার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হয়। বয়স হতে হবে ২১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে।

বেতন: ৯,০০০-৪০,৫০০ টাকা। গ্রেড পে ৫,৪০০ টাকা। শূন্যপদ: ১ টি (তফসিলি জাতি)।

সব পদের ক্ষেত্রেই বয়সের হিসাব হবে ১-১-২০১৭ তারিখ অনুযায়ী। তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ৫ বছর ও ওবিসিরা ৩ বছর বয়সের ছাড় পাবেন। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: Advertisement No. 5 of 201%.

প্রার্থী বাছাই করবে মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশন। প্রথমে লিখিত পরীক্ষা হবে কলকাতায়।

১০ মে-র মধ্যে অনলাইন দরখাস্ত করবেন এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.mscwb.org. প্রার্থীর একটি বৈধ ই-মেইল আইডি থাকতে হবে। অনলাইনে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন পরীক্ষার ফি-বাবদ ২২০ টাকা, তফসিলি এবং প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৭০ টাকা জমা দিতে হবে চালানের মাধ্যমে। ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার যে কোনও শাখায়। অ্যাকাউন্ট নম্বর: 0088010367936. টাকা জমা করতে হবে ১১ মে-র মধ্যে। এবার ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে।

আরও বিশদ জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

রামকৃষ্ণ মিশনে আইটিআই কোর্স

বিভিন্ন কারিগরি ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেবে রামকৃষ্ণ মিশন শিল্প বিদ্যালয়। অন্তত মাধ্যমিক পাস তরুণরা ইলেকট্রিশিয়ান এবং অটোক্যাডসহ সিভিল বা মেকানিক্যাল ড্রাফটসম্যান কোর্সের জন্য আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ২২ বছরের মধ্যে। দুটি কোর্সই দু'বছরের।

প্রশিক্ষণ শেষে এনসিভিটি সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে। কোর্স সম্পূর্ণ করার পর অ্যাপ্রেন্টিসশিপ কোর্স করা যেতে পারে। চাকরির সুযোগও আছে।

অন্তত দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করে থাকলে ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, প্লাম্বিং ও স্যানিটেশন কাম ইলেকট্রিশিয়ান ট্রেডের কোনটিতে ১ বছরের প্রশিক্ষণ নেওয়ার সুযোগ আছে।

২ থেকে ৩১ মে পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট থেকে আবেদনের ফর্ম ডাউনলোড করা যাবে। এছাড়া মঙ্গল থেকে শনি বেলা সাড়ে দশটা থেকে বিকেল ৪টে এবং রবিবার বেলা ১টা পর্যন্ত আবেদনের ফর্ম সংগ্রহ করা যাবে প্রতিষ্ঠানের অফিস থেকে।

প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা: রামকৃষ্ণ মিশন শিল্প বিদ্যালয় (প্রাইভেট আইটিআই)। পো: বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২।

ভারতীয় টাঁকশালে ৫১ জন জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগ

ভারতীয় টাঁকশালে জুনিয়র অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ৫১ জন লোক নিচ্ছে। মোট অন্তত ৫৫% নম্বর পেয়ে যে কোনও শাখার স্নাতকরা কম্পিউটারে ইংরেজি টাইপিংয়ে মিনিটে অন্তত ৪০টি শব্দ তোলার গতি থাকলে আর কম্পিউটারে কাজ চালানোর মতো জ্ঞান থাকলে যোগ্য। অফিস অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজ চালানোর মতো দক্ষতা থাকলে ভালো।

বয়স: ১-৪-২০১৭ তারিখের হিসাবে বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর বয়সের ছাড় পাবেন। বেতন: ৫২০০-২০০০০ টাকা ও গ্রেড পে ২০০০ টাকা। শূন্যপদের বিবরণ: ৫১টি (সাধারণ ২৮, ওবিসি ১৩, তফসিলি জাতি ৭, তফসিলি উপজাতি ৩)।

প্রার্থী বাছাই হবে অনলাইন পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রশ্ন হবে অবজেকটিভ টাইপের। এই পরীক্ষায় ১০০ নম্বরের ১৫০টি প্রশ্ন হবে। জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, রিজনিং, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপটিটিউড এইসব বিষয়ে। পরীক্ষার সময়সীমা ৯০ মিনিট।

পরীক্ষা হবে সম্ভবত মে-জুন মাসের দিকে। কলকাতায় পরীক্ষাকেন্দ্র আছে।

কললেটার ডাউনলোড করবেন igmhyderabad.spmcil.com ওয়েবসাইট থেকে। অনলাইন দরখাস্ত করবেন ১ মে তারিখের মধ্যে। দরখাস্ত করার জন্য প্রার্থীর একটি বৈধ ই-মেইল আইডি থাকতে হবে। দরখাস্ত করার আগে নিজের ফোটো ও সই স্ক্যান করে নিতে হবে। ফি-বাবদ ৪০০ টাকা অনলাইনে জমা দিতে হবে। তফসিলি, প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফি লাগবে না। অনলাইনে ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, ইন্টারনেট ব্যাংকিং বা মোবাইল ওয়ালেটে টাকা জমা দিতে হবে। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্টআউট করে নিতে হবে। বিশদ জানতে ওপরের ওয়েবসাইট দেখুন।

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI

বৃহস্পতিবার, ২৭ এপ্রিল ২০১৭

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সমবায় সমিতিতে ৩৩ জন নিয়োগ

পশ্চিমবঙ্গের ১১টি সমবায় সমিতিতে, যেমন আলিপুরদুয়ার সিএআরডিবি লিমিটেড, বালাগেরিয়া সিসিবি লিমিটেড, দক্ষিণ দিনাজপুর ডিসিসিবি লিমিটেড, ঢাকুরিয়া সিবি লিমিটেড, কলকাতা পুলিশ সিবি লিমিটেড, মালদা সিএআরডিবি লিমিটেড, দ্য বিষ্ণুপুর টাউন সিবি লিমিটেড, দ্য ঘাটাল পিওপিলস সিবি লিমিটেড, দ্য ডব্লুবিএসসিবি লিমিটেড ও তন্তুজে বিভিন্ন পদে ৩৩ জন লোক নেওয়া হচ্ছে। প্রার্থী বাছাই করবে পশ্চিমবঙ্গ কো-অপারেটিভ সার্ভিস কমিশন।

এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: 01/2017.দরখাস্ত করতে হবে অনলাইনে, ৭ মে-র মধ্যে। দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.webcsc.org.

আপনার জন্য প্রতি বৃহস্পতিবার **target@কেরিয়ার**-এর পাতায় থাকছে বাছাই করা চাকরি, প্রোফেশনাল ট্রেনিং ও কোর্সের খবর। অ্যাপ্লাই করুন আর UNEMPLOYED থেকে EMPLOYED হয়ে যান।

target@ কেরিয়ার

যুগশঙ্খ SUPPLI
বৃহস্পতিবার, ২৭ এপ্রিল ২০১৭

প্লাস্টিক টেকনোলজির ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে সিপেট

ডিপ্লোমা, পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা এবং পোস্ট ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব প্লাস্টিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি (সিপেট)। এটি ভারত সরকারের রসায়ন ও পেট্রো-রসায়ন বিভাগের অধীনস্থ একটি প্রতিষ্ঠান। কোর্স শুরু হবে আগস্টে।

কোর্সের বিবরণ: ডিপ্লোমা ইন প্লাস্টিক টেকনোলজি। ডিপ্লোমা ইন প্লাস্টিক মোল্ড টেকনোলজি: শিক্ষাগত যোগ্যতা: দু'টি কোর্সের ক্ষেত্রেই অন্তত ৩৫ শতাংশ নম্বরসহ মাধ্যমিক। বয়স: ৩১-৫-২০১৭ তারিখ অনুসারে অন্তত ১৫ বছর এবং ৩১-৭-২০১৭ তারিখ অনুযায়ী ২০ বছরের মধ্যে হতে হবে। কোর্সের মেয়াদ ৩ বছর।

পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন প্লাস্টিক প্রোসেসিং অ্যান্ড টেস্টিং: শিক্ষাগত যোগ্যতা: অন্যতম বিষয় হিসাবে কেমিস্ট্রি-সহ বিএসসি। বয়স: ৩১-৫-২০১৭ তারিখে ১৫ থেকে ৩১-৭-২০১৭ তারিখে ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। মেয়াদ দেড় বছর।

পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন প্লাস্টিক টেস্টিং অ্যান্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল: শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি এবং ম্যাথমেটিক্সসহ বিএসসি। বয়স: ৩১-৭-২০১৭ তারিখে ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। কোর্সের মেয়াদ দেড় বছর।

পোস্ট ডিপ্লোমা ইন প্লাস্টিক মোল্ড ডিজাইন (ক্যাড/ক্যাম-সহ): শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বা প্লাস্টিক টেকনোলজি বা টুল/প্রোডাকশন/অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বা মেকাট্রনিক্স বা টুল অ্যান্ড ডাই মেকিং বা সিপেট থেকে প্লাস্টিক মোল্ড টেকনোলজি বা প্লাস্টিক টেকনোলজিতে ৩ বছরের ডিপ্লোমা। বয়স: ৩১-৭-২০১৭ তারিখে ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। কোর্সের মেয়াদ দেড় বছর।

নিয়মানুসারে তফসিলি এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রার্থীরা সর্বাধিক ৫ বছর পর্যন্ত বয়সের ছাড় পাবেন।

কোর্স ফি: সেমিস্টার-পিছু পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা বা পোস্ট ডিপ্লোমার ক্ষেত্রে ২০,০০০ টাকা এবং ডিপ্লোমা কোর্সের ক্ষেত্রে ১৬,৭০০ টাকা। প্রার্থী বাছাই করা হবে একটি প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা ২৫ জুন। অনলাইন আবেদনের সময় প্রার্থীর পছন্দের যে-কোনও তিনটি কেন্দ্র উল্লেখ করে দিতে হবে। অনলাইন ও অফলাইনে দরখাস্ত করা যাবে। অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে cipet.gov.in ও cipetonline.com ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। প্রার্থীর চালু ই-মেইল আইডি থাকতে হবে। অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ২ জুন। মনে রাখবেন, অনলাইনে আবেদনের সময় জেপেগ বা জেপিজি বা পিএনজি বা জিআইএফ ফরম্যাটে প্রার্থীর স্ক্যান করা ফোটো (৪০০x৪০০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ২৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং (৪০০x৩০০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ২৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে।

ফি-বাবদ অনলাইনে দিতে হবে ২৫০ টাকা (তফসিলিদের ক্ষেত্রে ৫০ টাকা)। ফি জমা দেওয়া যাবে ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড অথবা নেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে। ফি জমা দেওয়ার পর ই-রিসিপ্টের এককপি প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন।

অনলাইনে আবেদন করলে আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিটের পর পূরণ করা আবেদনপত্রের এককপি প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। এটি পাঠাতে হবে। অফলাইন আবেদন করার জন্য ব্রোশিওর-সহ ফর্ম সংগ্রহ করা যাবে এই ঠিকানা থেকে: সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব প্লাস্টিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি, সিটি সেন্টার, দেভোগ পি.ও., ডিসট্রিক্ট পূর্ব মেদিনিপুর, হলদিয়া-৭২১৬৫৭।

উপরোক্ত ঠিকানায় নগদে ফি জমা দিয়ে দরখাস্তের ফর্ম সংগ্রহ করা যাবে। সাধারণ-২৫০ টাকা, তফসিলি-৫০ টাকার বিনিময়ে ফর্ম সংগ্রহ করতে পারেন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বয়সের প্রমাণপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কাস্ট এবং ওবিসি সার্টিফিকেট স্বপ্রত্যয়িত নকল এবং দৈহিক প্রতিবন্ধকতার সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকলসহ পূরণ করা আবেদনপত্র অথবা অনলাইন আবেদনপত্রের প্রিন্টআউট ২ জুনের মধ্যে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায়: Principal Director (Academics), CIPET Head Office, Guindy, Chennai-600032. অন্যান্য খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে: ০৩২২৪-২৫৫৫৩৪। ই-মেইল: cipet.haldia@gmail.com

১০০ ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস নিয়োগ করবে এইচইসি

১০০ জন তরুণ-তরুণীকে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং দেবে হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন। ট্রেনিং দেওয়া হবে আইটিআই এবং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বিভিন্ন শাখায়। ট্রেনিংয়ের মেয়াদ ৩ বছর। ট্রেনিং চলাকালীন নির্দিষ্ট হারে স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে। এই ট্রেনিংয়ের বিজ্ঞপ্তি নম্বর: RT/03/2017.

আইটিআই ট্রেড অনুসারে আসন সংখ্যার বিবরণ: ফিটার: ১০টি। ইলেকট্রিশিয়ান: ১০টি। মেশিনিস্ট: ১০টি। টার্নার: ১০টি। ফর্জার/ফর্জার-কাম-হিট ট্রিটার: ৫টি। ফাউন্ড্রিম্যান/মোল্ডার: ৫টি। ওয়েল্ডার: ৮টি। আরসিসি: ৭টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক পাশ, সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে এনসিভিটি বা এসসিভিটি স্বীকৃত আইটিআই বা সমতুল কোর্স পাশ করে থাকতে হবে।

স্টাইপেন্ড: ট্রেনিংয়ের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বছরে যথাক্রমে ৬,০০০ টাকা, ৭,০০০ টাকা এবং ৮,০০০ টাকা।

ইঞ্জিনিয়ারিং শাখা অনুসারে আসনসংখ্যা: মেকানিক্যাল/টুল ডাই মেকিং: ১৫টি। সিভিল: ৫টি। মেটালার্জি/ ফাউন্ড্রি টেকনোলজি/ ফর্জ টেকনোলজি: ১০টি। ইলেকট্রিকাল: ৫টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় ডিপ্লোমা।

স্টাইপেন্ড: ট্রেনিংয়ের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরে যথাক্রমে ৮,০০০ টাকা, ৯,০০০ টাকা ও ১০,০০০ টাকা।

বয়স: ১-৩-২০১৭ তারিখে ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন। দৈহিক প্রতিবন্ধীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন। সরকারি নিয়মানুসারে তফসিলি, ওবিসি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে।

প্রার্থী বাছাই করা হবে লিখিত পরীক্ষা এবং আইটিআই-এর ক্ষেত্রে ট্রেড টেস্ট ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে টেকনিক্যাল এবং সুপারভাইজরি স্কিল টেস্টের মাধ্যমে।

অনলাইন আবেদন করতে হবে www.hecltd.com ওয়েবসাইটের মাধ্যমে, যা করা যাবে ১৪ এপ্রিল থেকে ৫ মে পর্যন্ত। প্রার্থীর চালু ই-মেইল আইডি থাকতে হবে।

মনে রাখবেন, অনলাইন আবেদনের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফোটো (জেপিজি বা জেপেগ ফরম্যাটে ২০ থেকে ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং কালো কালিতে করা সই (জেপিজি বা জেপেগ ফরম্যাটে ১০ থেকে ২০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে।

ফি-বাবদ দিতে হবে ৮০০ টাকা (তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের কোনও ফি লাগবে না)। ফি জমা দেওয়া যাবে অনলাইনে নেট ব্যাংকিং বা ভিসা বা মাস্টার ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে অথবা অফলাইনে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার ব্যাংক চালানের মাধ্যমে। চালান ডাউনলোড করে নেবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে। অনলাইনে ফি জমা দিলে ই-রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৮ মে।

অনলাইনে আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিটের পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর সহ রেজিস্ট্রেশন স্লিপের এক কপি প্রিন্টআউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরে কাজে লাগবে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট। প্রয়োজনে ই-মেইল করতে পারেন এই ঠিকানায়: recruitment@hecltd.com

৩৭৭ হেল্পার ও স্টোরম্যান নেবে হরিয়ানা স্টেট ট্রান্সপোর্ট

৮৬৯ জন হেল্পার ও স্টোরম্যান নিয়োগ করবে হরিয়ানা স্টেট ট্রান্সপোর্ট। নিয়োগ করা হবে হরিয়ানা রোডওয়েজের অন্তর্গত বিভিন্ন ডিপোয়। পশ্চিমবঙ্গের প্রার্থীরা কেবল সাধারণ প্রার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট শূন্যপদের জন্যই আবেদন জানাতে পারবেন। তাই এখানে সাধারণ প্রার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট ৩৭৭টি শূন্যপদের বিষয়ে জানানো হল।

ট্রেড অনুসারে শূন্যপদ: হেল্পার: ৩৬১টি (মেকানিক: ১৭৩টি, টায়ারম্যান: ৫৮টি, ওয়েল্ডার: ৩২টি, ব্ল্যাকস্মিথ: ৩২টি, ইলেকট্রিশিয়ান: ৩২টি, কার্পেন্টার: ১৭টি, ব্যাটারি অ্যাটেন্ড্যান্ট: ১৭টি।) স্টোরম্যান: ১৬টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক, সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে আইটিআই সার্টিফিকেট কোর্স পাশ করে থাকতে হবে।

মেকানিক, টায়ারম্যান এবং স্টোরম্যান পদের ক্ষেত্রে মেকানিক্যাল মোটর ভেহিক্যাল ট্রেডে ২ বছর মেয়াদের এনসিভিটি বা এসসিভিটি বা ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ সার্টিফিকেট। অথবা রিপেয়ার অ্যান্ড মেইন্টেন্যান্স অব হেভি মোটর ভেহিক্যাল বা ডিজেল মেকানিক্যাল ট্রেডে ১ বছর মেয়াদের এনসিভিটি বা এসসিভিটি বা ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ সার্টিফিকেট, সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

ইলেকট্রিশিয়ান পদের ক্ষেত্রে ইলেকট্রিশিয়ান বা ওয়্যারম্যান ট্রেডে ২ বছর মেয়াদের এনসিভিটি বা এসসিভিটি বা ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ সার্টিফিকেট থাকতে হবে। অথবা ওয়েল্ডার বা ফর্জার অ্যান্ড হিট ট্রিটার ট্রেডে ১ বছর মেয়াদের এনসিভিটি বা এসসিভিটি বা ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ সার্টিফিকেট, সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

ব্ল্যাকস্মিথ পদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ২ বছর মেয়াদের এনসিভিটি বা এসসিভিটি বা ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ সার্টিফিকেট থাকতে হবে। অথবা ওয়েল্ডার বা ফর্জার অ্যান্ড হিট ট্রিটার ট্রেডে ১ বছর মেয়াদের এনসিভিটি বা এসসিভিটি বা ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ সার্টিফিকেট, সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

ওয়েল্ডার পদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ২ বছর মেয়াদের এনসিভিটি বা এসসিভিটি বা ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ সার্টিফিকেট থাকতে হবে। অথবা সংশ্লিষ্ট ট্রেডে ১ বছর মেয়াদের এনসিভিটি বা এসসিভিটি বা ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ সার্টিফিকেট, সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

ব্যাটারি অ্যাটেন্ড্যান্ট পদের ক্ষেত্রে ইলেকট্রিশিয়ান ট্রেডে ২ বছর মেয়াদের এনসিভিটি বা এসসিভিটি বা ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ সার্টিফিকেট থাকতে হবে।

বয়স: ৩০-৪-২০১৭ তারিখে ১৮ থেকে ৪২ বছরের মধ্যে হতে হবে।

বেতনক্রম: ৪,৪০০-৭,৪০০ টাকা। গ্রেড পে ১,৩০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই হবে শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং প্র্যাকটিক্যাল ট্রেড টেস্টের মাধ্যমে। আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। আবেদনের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে: www.hartrans.gov.in আবেদনপত্র পূরণ করবেন যথাযথভাবে। যে কোনও একটি ডিপোর শূন্যপদের জন্য আবেদন করতে হবে।

ফি-বাবদ দিতে হবে ১০০ টাকা। ফি জমা দিতে হবে ই-চালানের মাধ্যমে। চালান ডাউনলোড করে নেবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে। পূরণ করা আবেদনপত্রের সঙ্গে দেবেন: চালানের মূল নথি, প্রার্থীর রঙিন পাসপোর্ট মাপের এককপি স্বপ্রত্যয়িত ফোটো। ফোটোটি দরখাস্তের নির্দিষ্ট স্থানে সেঁটে দেবেন এবং বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রমাণপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

যে-নির্দিষ্ট ডিপোর শূন্যপদের জন্য আবেদন করছেন, প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ পূরণ করা আবেদনপত্র রেজিস্টার্ড পোস্টের মাধ্যমে ৩০ এপ্রিলের মধ্যে পৌঁছতে হবে সেই ডিপোর নির্দিষ্ট ঠিকানায়। ডিপো অনুসারে শূন্যপদ, ঠিকানা এবং অন্যান্য তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

আপনার এলাকায় যুগশঙ্খ না পাওয়া গেলে সার্কুলেশন বিভাগে ফোন করুন